করিম ভাই'এর প্রিয় পদরেখা

কথা ছিল শ্রীমঙ্গল যাওয়ার, সেই সিডনী থেকেই প্লান। কিন্তু আশুগঞ্জ সার কারখানা'য় ডাক্তার দম্পতি, বন্ধু জামিল আর ফেরদৌসী'র বাসায় নাস্তার সময়েই প্লান চেঞ্জ হয়ে গেল। শ্রীমঙ্গল না, আমরা যাচ্ছি, কোল্লা পাথর, দেশের একমাত্র মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিক্ষেত্র! বন্ধু হান্নান, নজরুল আর ফটো সাংবাদিক পারভেজ, বলার সাথে সাথেই রাজী হয়ে গেল।

১৯৯৪ সালে মুক্তিযোদ্ধা মেজর আখতারের বই 'বার বার ফিরে যাই' এ প্রথম জানতে পারি ব্রাম্মনবাড়ীয়া জেলায় অবস্থিত এই 'কোল্লা পাথর', দেশের একমাত্র মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিক্ষেত্রের কথা। কিন্তু যাই যাই করে আর যাওয়া হলো না গত বিশ বছর। তাই মনে হলো, এইবার না গেলে আর জীবনে হয়তো যাওয়া হবে না।

‘বার বার ফিরে যাই’ এর তথ্য অনুযায়ী সমাধিক্ষেত্র’টি আজমপুর রেলষ্টেশন এর কাছেই, এই তথ্য ছাড়া আর কিছুই মনে ছিল না। তবে আমারা নিশ্চিত ছিলাম যে, পথের মানুষদের জিজ্ঞেস করে, আমরা সহজেই দেশের একমাত্র মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিক্ষেত্র খুজে বের করতে পারব।

অতন্ত্য দুখঃজনকে যে বাস্তবে এই ‘কোল্লা পাথর’ সমাধিক্ষেত্র’টি খুজে বের করতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। আশে পাশের অনেকেরই কোন ধারন নাই এর অবস্থান সম্পর্কে! পরে বন্ধু মেজর নজরুল (অবঃ), বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধ গবেষক’ লে কর্নেল সাজ্জাদ জহির বীর প্রতিক, ভাই’এর সাথে ফোনে যোগাযোগ করে এর আবস্থান র্নিনয় করেন। এই ‘কোল্লা পাথর’ সমাধিক্ষেত্র’টি সালদা নদী রেলষ্টেশন এর খুব কাছেই অবস্থিত।

এই সমাধি ক্ষেত্রে সুবেদার বেলায়েত বীর উত্তম, নায়েক সুবেদার মইনুল হোসেন বীর উত্তম যার নামে মইনুল রোড, প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম সহ পঞ্চাশজন বীর মুক্তিযোদ্ধার কবর রয়েছে।

এই ‘কোল্লা পাথর’, সমাধিক্ষেত্রের কাছেই সংরক্ষিত রয়েছে সম্মুখ যুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থান। ১৯৭১ সালে এখানেই সঙ্ঘটিত হয়েছিল অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তেমনি এক সম্মুখ যুদ্ধে পাকিস্তানী বাংকার ধবংস করার পর সালদা নদী সাতরে পার হয়ে সুবেদার বেলায়েত বীর উত্তম,এর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা এই স্থানটি দখল করেন। কয়েকশ মিটার দূরে। সালদা নদীর অন্য পারেই ভারত, যেখান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত পার হয়ে প্রতিনিয়ত আক্রমন চালাত বব্বর পাকিস্থানী বাহিনীর উপর।

সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন ততকালীন ক্যাপ্টেন গাফফার বীর উত্তম। কিছুদিন পরেই এই সালদা নদীর আরেক যুদ্ধে শহীদ হন সুবেদার বেলায়েত বীর উত্তম আর মারাত্মক ভাবে আহত হন মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে কুশলী সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম।

আর ১৯৭১ সালে এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন, করিম নামের এক ২৫ বছরের বীর মুক্তিযোদ্ধা! জীবনের ঝুকি নিয়ে নিজের জমিতে প্রতিটি কবর তিনি চিহ্নিত করে রেখাছিলেন সেই সময়, আর তারই ফলশ্রুতিতে আজ আমরা পেয়েছি এই মহান বীরদের শেষ ঠিকানা।

এ যেন হুমায়ুন আহমেদের সেই মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক ‘প্রিয় পদরেখা’! যেই নাটকে একজন মানুষ’ যার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল সারা দেশ ঘুরে নাম না জানা মুক্তিযোদ্ধাদের করর সংরক্ষন করা। নাটকের শেষের দিকে দেখা যায় গ্রামের অনেক সাধারন মানুষ তার সাথে যোগ দেয়।

হুমায়ুন আহমেদের সেই মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক ‘প্রিয় পদরেখা’ রচনা এবং প্রচারের প্রায় চার দশক আগেই করিম ভাই একাই সেই অসাধ্য সাধন করে গ্যাছেন এবং এই বয়সেও করে যাচ্ছেন। সাথে আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধ গবেষক’ লে কর্নেল সাজ্জাদ জহির বীর প্রতিক। আসুন, আমরাও করিম ভাইয়ের পদরেখা অনুসরন করি এবং ইতিহাসের দায়ভার কিছুটা হলেও লাঘব করি।

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনী ১৫ জুলাই, সিডনী victory1971@gmail.com

বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে লেখক এবং বন্ধু ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হান্নান (অবঃ)